এক নজরে রোজা

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইল যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার। (আল-বক্বারাহ্-১৮৩)

ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে রমজানের রোজা অন্যতম। ইহাকে শরীরের যাকাত বলা হয়। যাহা একমাত্র মুত্তাক্বীগণই আদায় করতে পারে। কারণ সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা কোন সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে গরমকালে দুপুরে রৌদ্রের তাপে যে কষ্ট হয় এমন কি অনেকে অস্থির হয়ে পড়ে সে সময় গোপনে কিছু পানাহার করিতে পারে কিন্তু একমাত্র মুত্তাক্বীগণ অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে খোদাভীতি রহিয়াছে তাহারাই উক্ত সময় ধৈর্য ধারনে আলাহর হুকুম পালনার্থে রোজার ফরজ আদায় করিতে সক্ষম হয়। কারণ তাহাদের অন্তরে আলহ্ তায়ালার জাত ও ছিফাতের পূর্ণ ইয়াক্বীন রহিয়াছে অর্থাৎ মহান আলহ্ তায়ালা সর্বদা সর্বত্র সবকিছু দেখেন, শুনেন ও জানেন। অতএব কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে একমাত্র মুত্তক্বীগণই আল্লহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ পালনে সমর্থ হয়। আর এটাই রোজার হাক্বীক্বাত যে, একাধারে পূর্ণ একমাস এভাবে রোজা আদায় করে মনের ইয়াক্বীন ও ঈমান সুদৃঢ় করবে যেন সারা বছর সব সময়, সব খানে ও সব কাজে আলহ্ তায়ালা আমাকে দেখেন, শুনেন ও জানেন। এভাবে প্রতিবছর সে রোজা দ্বারা ঈমানী শক্তি নবায়ন করে পূর্ণ ঈমানদার হিসাবে দুনিয়াতে অবস্থান করবে অতঃপর ঈমানদার হিসাবে ক্ববরে, হাশরে, পুলসিরাতে পরিশেষে জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

রোজার আরবী "ছওম" যাহার অর্থঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে খানা-পিনা স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। পরিভাষায় অর্থঃ মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলহ্ তায়ালার নিষিদ্ধ কার্য থেকে বিরত থাকা। রোজার ফরজ ২টি যথাঃ ১) নিয়্যাত করা। ২) সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

যে সব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় ঃ ১) কুলি করার সময় গলার মধ্যে পানি গেলে। ২) অযু-গোসলে গড়গড়াকালে গলার মধ্যে পানি গেলে। (রোজাতে গড়াগড়া করা নিষেধ) ৩) নদী-পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়ে গলার মধ্যে পানি গেলে। ৪) কংকর, পয়সা, লোহা, সীসার গুলি ইত্যাদি গিলিলে। ৫) সেহ্রী খাইয়া যদি পান মুখে দিয়ে ঘুমাইয়া পড়ে এবং এমতাবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়। ৬) শ্বাস কষ্টের কারণে মুখে ইনহেলার টানিলে। ৭) বিড়ি, সিগারেট ও হুক্কার ধোঁয়া পান করিলে। ৮) দাঁত দিয়া যদি রক্ত বাহির হয় আর থুথুর সাথে রক্ত গিলিয়া ফেলে। ৯) ইচ্ছা করে মুখ ভরে বমি করিলে। ১০) নাকে নস্য টানিলে। ১১) নাকের ভিতর তেল বা ঔষধ টপকাইলে। ১২) তামাক শুঁকিলে। ১৩) কানে তেল বা ঔষধ টপকাইলে। ১৪) পায়খানার জন্য ডুস লইলে। ১৫) মহিলাদের পেশাবের রাস্তায় কোন ঔষধ রাখিলে বা তেল ইত্যাদি টপকাইলে। ১৬) হস্ত মৈথুন করিলে। ১৭) দাঁতের ফাঁকে যদি কোন খাদ্য দ্রব্য আটকিয়ে থাকে আর খেলাল বা জিহবা দ্বারা তা বাহির করে গিলে ফেলে এবং সেই দ্রব্য যদি বুটের পরিমাণ হয়। আর যদি তাহা মুখের বাহিরে আনিয়া পুনরায় গিলে তবে বুটের পরিমাণ হইতে কম হইলেও রোজা ভঙ্গ হইবে।

যে সব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না ঃ ১) রোজার কথা ভুলিয়া কিছু খাইলে কিংবা স্বামী-স্ত্রী সহবাস হইলে। ২) দিনে ঘুমাইলে ও স্বপ্ন দোষ হইলে। ৩) চোখে সুরমা ও ঔষধের ফোটা দিলে। ৪) মাথা ও সমস্ত শরীরে তেল মালিশ করিলে। ৫) আতর, গোলাপ, কেউড়া ফুল ইত্যাদি খুশবুর ঘ্রাণ লইলে। ৬) আপনা আপনি যদি গলার মধ্যে মাছি, ধোঁয়া বা ধূলা চলিয়া যায়। ৭) মুখের থুথু যত বেশী হোক না কেন তাহা গিলিলে। ৮) মুখের লালা টানিয়া গিলিলে। ৯) আপনা আপনি যদি বমি হয়, বেশী হোউক বা কম হোউক। ১০) নাকের শেষ্মা জোড়ে টানার কারণে গলার মধ্যে চলিয়া গেলে। ১১) কানে পানি গেলে। ১২) বাচ্চাকে দুধ পান করাইলে। ১৩) দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত বাহির হলে। ১৪) যদি কাহারও স্বামী বদমেজাজ হয় আর খাদ্য দ্রব্যে ঝাল-লবন ঠিকমত না হইলে মারপিট করে তবে সে বিবির জন্য জিহবার অগ্রভাগ দিয়ে শুধু একটু স্বাদ দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দিলে। ১৫) রাত্রে যদি গোসল ফরজ হয় আর গোসল করিতে দেরী করে কিংবা সারাদিন গোসল নাও করে তবে রোজা ভঙ্গ হইবে না। তবে ফরজ গোসল অকারণে দেরীতে করিলে পৃথক গুনাহ্ হইবে। ১৬) ইংজেকশন বা টিকা গ্রহণ করিলে।